পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

আমাদের অনলাইন পেজ
আপডেট পেতে স্ক্যান করুন

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Rgn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 5 ❑ Issue 49 ❑ 24 Feb. 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

উন্নয়নই হাতিয়ার তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ গত তের বছর ধরে বনগাঁ পৌরসভার ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল। এর মধ্যে ২০১৫ সালে তৃণমূল এককভাবে পৌরবোর্ড গঠন করেছিল। আগের দুইবার কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে পৌরবোর্ড ছিল তৃণমূলের। গত ১২ বছরে বনগাঁ শহরের ঝাঁ চকচকে পরিবেশ শহরবাসী দেখেছে। অতীতের ঘিঞ্জি বাজারহাট, রাস্তা, পুরানো আমলের আলো দেখতেই অভ্যস্ত ছিল শহরবাসী। এখন প্রতিটি ওয়ার্ডেই ঢালাই কিংবা পিচের রাস্তা তৈরী হয়েছে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বসেছে আধুনিক আলো। শহরের সেই ঘিঞ্জি পরিবেশটাই আর নেই। এই সময়ের মধ্যে বনগাঁর সংস্কৃতিক কর্মীদের দাবী মেনে তৈরী হয়েছে নীলদর্পন অডিটরিয়াম। দুঃস্থ গরীব মানুষদের থাকা- খাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছে শারণ্য আবাসন। ইছামতি নদী থেকে কচুরীপানা মুক্ত করা হয়েছে। ত্রিকোণপার্ক নতুন করে সাজানো হয়েছে। মতিগঞ্জ এলাকায় বসেছে বিশ্ব ক্লক টাওয়ার। পৌরবাসীর চিকিৎসার জন্য খোলা হয়েছে স্বাস্থ্যদ্বীপ। স্বল্প মূল্যে সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগী দেখেন। পরীক্ষার জন্য রয়েছে ডায়াগনষ্টিক সেন্টার। কম পয়সায় সেখানে দেওয়া হয় সিটিস্ক্যান। এছাড়াও রয়েছে ডায়ালিসিস সেন্টার। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দিতে তৈরী হয়েছে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান।

চাকদা থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গঙ্গার জল নিয়ে এসে এই প্লান্টে পরিশোধন করা হবে। পৌরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পানীয় জল প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ। জলের লাইনের সংযোগ দেওয়ার ফর্ম বিলি করা শুরু হয়েছে। পৌরভোটের পর বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে পানীয় জল। এছাড়াও বনগাঁ শহরের অন্যতম বড় সমস্যা নিকাশী ব্যবস্থা। ভারী বর্ষণে শহরের বহু এলাকার বাসিন্দাদের জলবন্দী অবস্থায় দিন কাটাতে হয়। নিকাশী সমস্যা সমাধানে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা খরচ করে আধুনিক মেশিন কেনা হয়েছে পৌরসভার পক্ষ থেকে। সেই মেশিন দিয়ে দ্রুত জমা জল সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থার ফলে পৌরবাসীর অনেকটাই দুর্ভোগ কমেছে। তৃতীয় পাতায়...

বহিরাগতদের ঢোকা বন্ধ করব, দাবি তৃণমূলের

প্রতিনিধি : পৌরসভা ভোটে বহিরাগতদের ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে দাবি করলেন বাগদার বিধায়ক তথা বনগাঁর পুরভোটের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা বিশ্বজিৎ দাস। সোমবার দুপুরে বনগাঁ পৌরসভার তৃণমূল প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক শেষে এ কথাই জানালেন তিনি। এদিন বনগাঁ থানা সংলগ্ন ইছামতি নদীর পাড়ে পৌরসভার ২২ টি ওয়ার্ডের প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক করে তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত হননি ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন পৌর মাতা জোৎস্না আঢ্য এবং বনগাঁ শহর তৃণমূল সভাপতি তথা ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী দিলীপ দাস। বৈঠক শেষে বিশ্বজিৎ বাবু বলেন "আগামী ২৭ তারিখ সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য প্রার্থীদের ডাকা হয়েছিল। ২২ টি ওয়ার্ডে এবার আমরা জয়লাভ করবো। এবার ভোটে তৃণমূল প্রার্থীরা সন্ত্রাস করে ছাপ্পা দিয়ে ভোট করাবে, বিরোধীদের এই দাবির প্রশ্নে বিশ্বজিৎ বাবু বলেন "বহিরাগতদের এই নির্বাচনে ঢুকতে দেওয়া হবে না। প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে সুষ্ঠুভাবে এবার নির্বাচন করতে হবে।

LIC
কর্মসংস্থান
LICI তে এজেন্ট নিয়োগ চলছে
স্টাইপেন্ড- ৫০০০ টাকা তৎসহ কমিশন।
উজ্জ্বল চন্দ (ডেভেলপমেন্ট অফিসার)
যোগাযোগ- ৭৯০৮৬২৯৪৬২ / ৯৯৩২৭২৯০৯৫

প্রাক্তণ চেয়ারম্যানের মেয়ে- ভাই কংগ্রেসে

বনগাঁয় তৃণমূলের জয়ের কাঁটা হতে পারে, কোন্দল

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ বনগাঁর প্রাক্তণ চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যকে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবার টিকিট দেয়নি। যদিও তাঁর স্ত্রী প্রাক্তণ চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আঢ্যকে তৃণমূল এবার প্রার্থী করেছে। তিনি ৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, পৌরসভা ভোটে শংকরবাবু এবার প্রার্থী হওয়ার জন্য দলের কাছে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু এক পরিবার থেকে একাধিক ব্যক্তিকে প্রার্থী করা হবে না— এই যুক্তি দেখিয়ে তাকে প্রার্থী করা হয়নি। যদিও দলের ওই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি তিনি। স্ত্রীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে তাকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'বনগাঁতেই একটি পরিবার থেকে দু'জন প্রার্থী হয়েছে'। শংকরবাবুর মেয়ে ঋতুপর্ণা ১৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এবং ভাই মলয় ৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কংগ্রেসের প্রতীকে দাঁড়িয়েছেন। ভোটের প্রচার প্রায় শেষ পর্বে পৌঁছে গিয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত শংকরবাবুকে ১৭ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করতে দেখা যায়নি। যদিও তিনি ৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার করছেন। এখানেই দলের কিছু নেতাকর্মী প্রশ্ন তুলেছেন শংকরবাবুর এই দ্বিচারিতা নিয়ে। এবারের বনগাঁর পৌরভোটে আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ড। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন বিদায়ী পৌর প্রশাসক গোপাল শেঠ। প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই কংগ্রেস ও তৃণমূলের পক্ষ থেকে গোটা ওয়ার্ড দুটি ব্যানার, পোস্টার ফেস্টুনে মুড়ে ফেলা হয়েছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, যুযুধান দুই পক্ষই ওয়ার্ডের মানুষকে কাছে টানতে ঢালাও খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে। প্রচারে নাম না করে শংকরবাবুর কড়া সমালোচনা করছেন তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। ভোটে না দাড়ালেও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে শংকরবাবুর ছবি দিয়ে কার্টআউট লাগানো হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে 'আমি ছিলাম, আছি, থাকব'। গোলমালের আশঙ্কায় ইতিমধ্যে ওই দুটি ওয়ার্ডে র‍্যাফ দিয়ে পুলিশি টহল শুরু হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে বহিরাগতদের আনাগোনা বেড়েছে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছেন, পৌরসভা ভোটের পর যদি তৃণমূল এককভাবে ক্ষমতায় আসতে না পারে তখন শংকরবাবুর প্রয়োজন হতে পারে। ১৭, ৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডে যদি কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়লাভ করেন, আখেরে শংকরবাবুর হাতই শক্ত হবে। দর কষাকষির খেলায় এগিয়ে থাকবেন শংকরবাবু।

গত বিধানসভা ভোটে বনগাঁ পৌরসভার ২২টি ওয়ার্ডের মধ্যে একমাত্র ১৭ নম্বর তৃতীয় পাতায়...

শঙ্করের মেয়ে-ভাইকে বহিষ্কার

প্রতিনিধি : ৬১জন নির্দল প্রার্থীকে বহিষ্কার করল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল। রবিবার মধ্যমগ্রাম জেলা কার্যালায় সাংবাদিক সম্মেলন করে এই ঘোষণা করা হয়। বহিষ্কৃতদের মধ্যে বনগাঁ পৌরসভার ৯জন প্রার্থী রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বনগাঁর পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী প্রাক্তন কাউন্সিলার কবিতা বালা ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী সুমিত্রা দত্ত রায়। বহিষ্কারের ঘোষণার পর কবিতা বালা বলেন "দল আমাকে প্রার্থী করবে বলেছিল। পরবর্তীতে প্রার্থী করেনি। বাইরের একজন প্রার্থীকে নিয়ে এসে প্রার্থী করা হয়েছে। মানুষের চাহিদা মতন আমি প্রার্থী হয়েছি। আমি ভোটের লড়াই লড়বো। জিতে দিদিকে উপহার দেবো বলেই দাবি করেন তিনি। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী সুমিত্রা দত্ত রায় বলেন "দল থেকে বহিষ্কার করায় আমি খুশি। আমি নির্দল প্রার্থী হয়েই ভোটে লড়বো। আমি আমার জায়গা থেকে এক চুলও সরবো না। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালবাসতাম। ভালোবাস। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ১৭নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী ঋতুপর্ণা আঢ্য ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী মলয় আঢ্যকে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের কোনো বক্তব্য মেলেনি। ঋতুপর্ণা এবং মলয়বাবু বনগাঁর প্রাক্তন পৌরপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা শংকর আঢ্যর মেয়ে ও ভাই। বহিষ্কারের প্রসঙ্গে ঋতুপর্ণা বলেন" এ বিষয়ে কিছু বলার নেই। আমি অতীতে তৃণমূলের সমর্থক ছিলাম।

Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৫ ❒ সংখ্যা ৪৯ ❒ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ❒ বৃহস্পতিবার

এবার কি মিটবে পানীয় জলের সমস্যা? আশায় পৌরবাসী

নয় নয় করে বনগাঁ পৌরসভার বয়স এখন ৬৬ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। এই সময়ে ডান-বাম সব পক্ষই ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু আজও মেটেনি পানীয় জলের সমস্যা। ২৭ ফেব্রুয়ারি '২২শের পৌরভোট। এবার পানীয় জল সমস্যার স্থায়ী সমাধান চান তাঁরা। পৌরবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক গাফিলতির কারণেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা আজও মেটেনি। যদিও সম্প্রতি বনগাঁ শহরের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দিতে পদক্ষেপ করছে বনগাঁ পৌরসভা। পৌরসভার আধিকারিকেরা জানাচ্ছেন, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে জোর কদমে। এজন্য বনগাঁ শহরের স্থানীয় আপনজন ক্লাবের মাঠে তৈরি করা হয়েছে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। নদীয়ার চাকদহ থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গঙ্গার জল নিয়ে আসা হবে বনগাঁয়। তারপর ওই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে গঙ্গার জল পরিশুদ্ধ করে তা পানের উপযুক্ত করা হবে। প্রাক্তন পৌর প্রশাসক তথা বর্তমান প্রার্থী গোপাল শেঠ জানান, পৌরসভা এলাকায় পাইপ বসানোর কাজ শেষ। সংযোগ নেওয়ার ফর্ম ফিলাপ চলছে। তাঁর সাফাই, ভোটের জন্য এখন জলের সংযোগ দেওয়া যাচ্ছে না। ভোট মিটলেই বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল। গঙ্গার জল আসতে দেরি হচ্ছে। বিকল্প জলের ব্যবস্থা করছে পৌরসভা। গভীর নলকূপের মাধ্যমে জল তুলে পরিশোধন করে বাসিন্দাদের দ্রুত জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যাবস্থা চলছে। আমরুত প্রকল্পের অধীনে ওই জল প্রকল্পের কাজ চলছে। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে বনগাঁ মিউনিসিপাল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট। পৌরসভার স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের জন্য খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। শহরের মধ্যে প্রায় ২৪০ কিলোমিটার পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষ পর্যায়ে। বনগাঁ শহরে তৈরি করা হয়েছে ৫ টি রিজার্ভার। বনগাঁ শহরের ২৯,১৯৬ টি পরিবারে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। মাথাপিছু ১৩০ লিটার জল দেওয়া হবে। বাড়ি বাড়ি বিনামূল্যে জল দেওয়া হবে। পৌরসভার পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, এখন হাজার খানেক পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে। বেশিরভাগ পরিবার গভীর নলকূপের জল পান করে। অন্যদিকে, কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেছে বনগাঁ পৌরসভার জন্য। কিন্তু পাইপ বসানো হলেও জলপ্রকল্প চালু হয়নি। এখানেই কাটমানি ইস্যুতে সরব বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। ভোট আসে, ভোট যায়। শুকনো প্রতিশ্রুতি শুধু থেকে যায়। এবার আরও একটা ভোট। এলাকাবাসীর প্রত্যাশা, এবার যদি জল সংকট মেটে।

FORM IV

Statement about ownership and other particulars about newspaper (**Sarbabhauma Samachar**) to be published in the first issue every year after the last day of February.

1. Place of publication : **Kalupur, North 24 Parganas**
2. Periodicity of its publication : **Weekly**
3. Printer's Name : **Utpal Mallick**
Nationality : **Indian**
Address : **Vill.- Kalupur Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743235, W.B.**
4. Publisher's Name : **Utpal Mallick**
Nationality : **Indian**
Address : **Vill.- Kalupur Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743235, W.B.**
5. Editor's Name : **Utpal Mallick**
Nationality : **Indian**
Address : **Vill.- Kalupur Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743235, W.B.**
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding More than one per cent of the total capital.

I, **Utpal Mallick**, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date : 24/02/2022

Utpal Mallick
Signature of Publisher

বিষাদে ভরা মন

অশোক কুমার হালদার

মানুষের মন এক সংবেদনশীল বন্ধন যুক্ত অবস্থা। অর্থাৎ মনের এক অসাম্য অবস্থা। যাতে মনের ভেতরে স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রক গুণগুলি বৈষম্য প্রদর্শন করে। আর তার কারণেই মন অনুতাপে ভরে যায়। তখন মন স্বাভাবিক বিচারের অযোগ্য হয়ে একগুয়েমির জন্য দেয় এবং মনের বিচার বোধের ধারাবাহিকতাও ছন্দ হারিয়ে বিষাদে ভরে যায়। মানুষের মন বিষাদে ভরার অনেক কারণ থাকে। কখন মনের এই অসামঞ্জস্য এবং অসংগত আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, আবার কখন ঘটে না। সেটা মনের মধ্যে চাপা উত্তেজনা হয়ে থাকে।

যখন কোন যোগ্য ব্যক্তি, তার যোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হয় বা যোগ্য ব্যক্তির যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম বা অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে এই সংবেদনশীল মন লজ্জাবতী লতার মতো নুইয়ে পড়ে। এটি একধরনের বিষাদযোগ। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মনের এই সাম্য অবস্থা থেকে বিচ্যুতির কারণে মানুষ অনেক রোগ ব্যাধির শিকার হয়ে পড়ছেন। যেমন মানসিক অবসাদ প্রেসার এবং সুগার রোগ দ্বারা পীড়িত হওয়া দেখা গেছে, কোন ব্যক্তি এম.টেক পাশ করেছে কিন্তু তার কোন চাকরি নেই তার যোগ্যতা অনুযায়ী। আর যেটা চাকরি পেয়েছে, সেটা একটি অস্থায়ী চাকরি। সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে ঐ ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বৈষম্যতার শিকার।

যেহেতু মন খুব সংবেদনশীল, মনের বিচারে এটি অসামঞ্জস্য বিচার। এই অবস্থাতে মন বিষাদে ভরে যেতে পারে। আবার এমনও দেখা গেছে, কোন ব্যক্তি সরকারী সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় রয়েছেন। কর্মও করছিলেন দায়িত্বপূর্ণ ভাবে। কিন্তু কর্মচারী বন্ধুদের ষড়যন্ত্রের শিকারে বাধ্য হয়ে চাকরির নির্দিষ্ট সময়ের অবসরের আগেই চাকরি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করা হলেও মন ভারাক্রান্ত হয় বা বিষাদগ্রস্থ হয়।

কারণ, মনের বিচারে সেটা হয় দমন, পীড়ণ এবং পক্ষপাতিত্ব নীতির কারণে। তখনও মন বিষাদে ভরে যায়। আবার যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য স্থান না পাওয়ার জ্বালাতেও মন ভারাক্রান্ত হয়। আবার চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে কর্মস্থলে নিজের কর্ম রক্ষা করতে না পারলেও মন বিষাদে ভরে যায়।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫
৭০৭৬২৭১৯৫২

বিশেষ রচনা

ডিএনএ চিপ দেখেই ওষুধ নির্বাচন করা যাবে

অজয় মজুমদার

১ম পর্ব

মানুষের জীবনে রোগব্যাধি একটি চিরাচরিত ঘটনা। মানুষ নানাবিধ ব্যাধির কবলে পড়েছে সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই। ব্যাধির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছে আজও। ব্যাধির উপশম প্রচেষ্টার প্রাথমিক পর্যায় হলো ব্যাধির কারণ নির্ণয়। এই রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি কিন্তু সব সমাজে একরকম নয়। সমাজে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতির ইতিহাসে দুটি পৃথক ঐতিহ্যধারা দেখা দেয়। একটি নাম লৌকিক ঐতিহ্য এবং অপরটি হল আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক ঐতিহ্য। বিভিন্ন সামাজিক ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অগ্রসর মানুষের গোষ্ঠীর বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি সুপ্রাচীন জাদুধর্ম ভিত্তিক চিকিৎসা, এই আধুনিক যুগেও গোপন অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। লোকায়ত দিক থেকে প্রাচীন সংস্কার ভিত্তিক ঝাড়ফুঁক, তুকতাক এবং ভেষজ ওষুধে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যদিও আধুনিক বিজ্ঞান সমৃদ্ধ গবেষণা ভিত্তিক নানা জৈব রাসায়নিক পদ্ধতি ক্রিয়া-বিক্রিয়া মূল্য অংশগ্রহণ করেছে।

এসব কথা ঠিক যে, লোকায়ত পর্যায়ে নানা ধরনের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার জটাজাল বিস্তার করেছে তা হলেও একে একেবারেই ভিত্তিহীনতা দায়ী করা যাবেনা। লোকায়ত ওষুধ প্রণালী যদি কেবলমাত্র মিথ্যা ও আজগুবি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত, তাহলে যুগ যুগ ধরে এর অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বজায় থাকত না।

এইচ এ গোল্ড উত্তর ভারতের গ্রামে লৌকিক চিকিৎসার অনুসন্ধান করেছিলেন তা উল্লেখযোগ্য। তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আমেরিকান অ্যানথ্রোপলজিস্ট পত্রিকায় ৫৯ সংখ্যায়। সেই প্রবন্ধ থেকে জানা যায় লোকায়ত ও চিকিৎসার ভিত্তিতে ছিল বিজ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট ধারা। তার হাত ধরেই আজ আধুনিক চিকিৎসার শাখা-প্রশাখা চারিদিকে বিস্তার লাভ করেছে।

লোকায়ত চিকিৎসাকে যদি আজগুবি মনে হয়, তাহলে অভিব্যক্তির ধারা বয়ে বর্তমান চিকিৎসাপদ্ধতিকেও এক সময় আজগুবি বলাটা প্রাসঙ্গিক হবে। নির্দিষ্ট লক্ষণ এর জন্য সকলকে একই ওষুধ দেওয়া হয়। কারো উপশম হয়, আবার কারো হয় না। উপশম না হবার কারনের পেছনে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে ঘুরছেন। এবার মনে হয় তারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন। 'পার্সোনাল মেডিসিন' র আসলে কারো সঙ্গে কারো জিনের মিল নেই। ফলে মানুষের অসুস্থতার ওষুধও পৃথক হবে ভিন্ন জেনেটিক্যাল প্রোগ্রামিং অ্যানালিসিস করো। তাকে বিশ্লেষণ করেই ওষুধ নির্বাচন করে রোগীকে দেওয়ার দিন আর খুব বেশি দূরে নেই। সেই নির্বাচিত ওষুধে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকবে না।

একমাত্র জিন থেরাপিই পার আনসার টু ক্যানসার। যদিও বর্তমান বহু পরিবার দেউলিয়া হচ্ছে তথাকথিত ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যায়ভার যোগাতে। যারা সমাজের উপর তলায় বাস করেন, তাদের ঝোঁক বাড়ছে নতুন নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক

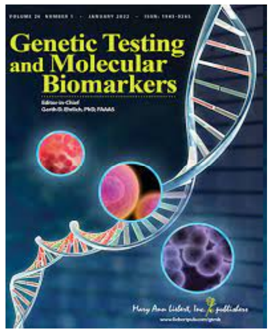

অভিনব স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা যেকোনো মূল্যে কেনার ও তাই হারবাল মেডিসিন ও জীন থেকে তৈরি মেডিসিন, দুয়ের বাজারই এখন রম রমা। পারিবারিক রোগ বলে অনেকেই যেসব রোগকে চিহ্নিত করেন তাদের, কথায় আসা যাক।

হেমোফিলিয়ার রক্ত সংবহন বাধার কারণ গুলির মধ্যে একটিও ব্যর্থতার জন্য যে সমস্যা তৈরি হয় তার জীবাণু জীবন্ত কোষের মধ্যে প্রবেশ করানোর সম্ভাবনা নিয়ে ভাবা হচ্ছে। পরিকল্পনা যদি সফল হয় তবে, তার ভিত্তিতে হয়তো একটা চিকিৎসা পদ্ধতি গড়ে উঠবে।

আবার কোন কোন পরিবারের মধ্যে দেখা যায় একটি বংশাণু, যা রক্ত থেকে চর্বি অপসারণে বাধা দেয়। এটিতে হৃদরোগ তৈরীর সম্ভবনা প্রকট হয়। এইসব ক্রুটিজনিত রোগীকে স্বাভাবিক জিনের অনুলিপি প্রবেশ করিয়ে রক্ত থেকে চর্বি পরিষ্কার করার ঘটনার কথা জানা গিয়েছে। এই পরীক্ষাটি একটি শিশুর উপর করে সুফল মিলছে। পৃথিবীতে তিনটি বড় আবিষ্কার অ্যানাস্থেসিয়া, এন্টিবায়োটিক আর টিকা --- মানুষের গড় আয়ুকে অন্ত ত কুড়ি বছর বাড়িয়ে দিয়েছে।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক একুশে উদযাপন কমিটির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সায়িকা মল্লিকের উদাত্তকণ্ঠে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি...' মর্মস্পর্শী সংগীতের মধ্য দিয়ে গত ২১ ফেব্রুয়ারি সোমবার সকালে শুরু হয় চাঁদপাড়ায় একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্যাপন কমিটির সদস্য সহ উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত শহিদ বেদীতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান। সুসজ্জিত মঞ্চে দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায়, শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস ও উদ্যাপন কমিটির সম্পাদক কপিল ঘোষ প্রমুখ।

গুনীজন সংবর্ধনায় উদ্যোক্তারা এবার গাইঘাটা চক্রের

শশাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত বাবুলাল সরকার এবং চৌবেড়িয়া হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও গাইঘাটা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কর্ণধার শংকর নাথকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও মানপত্র প্রদানে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় কোভিড যোদ্ধা মযুখ মণ্ডল সহ ৭জন রেড ভলান্টিয়ার্স- এর সদস্য ও চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী পূরবী মেঘ সাংস্কৃতিক সংস্থার পরিচালক মৃন্ময় সাহা ও অরূপ সুরকারকে এদিন পূরবী মেঘ সংস্থার সম্ভাবনাময় নৃত্যশিল্পী সিঞ্জিনী দুর্গা, মোহনা, চিত্রিতা, রাজন্যা ও মহুয়ার দেশাত্মবোধক সংগীতের সাথে মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

শ্যামবাজার নাট্যচর্চা কেন্দ্রের বার্ষিক নাট্যোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ কলকাতা সুজাতা সদনে সম্প্রতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় শ্যামবাজার নাট্যচর্চা কেন্দ্রের ২য় বার্ষিক নাট্য উৎসব। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব প্রসেনজিৎ বর্ধনের কোরিওগ্রাফি করা দৃশ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রসেনজিৎ এর ৪০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেক কাটেন তাঁর জন্মদাত্রী মাতৃদেবী দীপ্তি বর্ধন। উদ্যোক্তারা এদিনের নাট্যোৎসবে উপস্থিত সকল দর্শককে প্রসেনজিৎ-এর ছবি সম্বলিত স্মৃতি স্মারক প্রদান করে। সংস্থার সদস্যগণ নাট্যব্যক্তিত্ব প্রসেনজিৎ-এর বৃদ্ধা মাতৃদেবী সহ পরিবারের দায়িত্বভার নিজেদের হাতে তুলে নেন।

প্রার্থীপদ তুলে নিলেন ২০১০-এর ভিআইপি কাউন্সিলর

প্রতিনিধি : বিক্ষুব্ধ নির্দল প্রার্থীদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য ৪৮ ঘন্টা সময় দিয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেই ঘোষণার ১২ ঘন্টার মধ্যে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচার করার ঘোষণা করলেন বনগাঁ পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী তৃণমূল নেতা তরুণ সরকার।

শুক্রবার দুপুরে বনগাঁ বাটামোড় সংলগ্ন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসের অফিসে এসে ২১নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ দাসকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। বৈঠক শেষে মিষ্টিমুখ করলেন তাঁরা। তরুণ বাবু বলেন, "২১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ দাসের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি ছিল। সেটা মিটে গিয়েছে"। তরুণ বাবু বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস ও বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম উল্লেখ করে বলেন "ওনাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি দলের হয়ে কাজ করব। এলাকায় লিফলেট বিলি করে তা

জানিয়ে দেবো"। পাশাপাশি তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ দাস বলেন, "তরুণ বাবু আমার পিতৃ সমান। ওনার সঙ্গে যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল তা মিটে গিয়েছে? ওনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ওনাকে সঙ্গে নিয়ে এবার ওয়ার্ডে ঝাঁপিয়ে পড়বো"।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বনগাঁর প্রাক্তন পৌরসভার প্রশাসক গোপাল শেঠ সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। বিশ্বজিৎ দাস বলেন "দলের মধ্যে অনেকেই ভুল বোঝাবুঝির কারণে ক্ষোভে নির্দল প্রার্থী হয়েছেন। আশা করি সকল নির্দল প্রার্থীরা দলের নির্দেশ মেনে সরে দাঁড়াবেন"।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তরুণ সরকার ২০১০ সালে প্রথমবার নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে বনগাঁ পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়লাভ করেছিল। সেবার ২২টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ৬টি আসন, কংগ্রেস পেয়েছিল ৫টি আসন, ও সিপিআইএম পেয়েছিল ১০টি আসন। ভোটে জেতার পর কংগ্রেস থেকে দল পরিবর্তন করে তৃণমূলে যোগদান করেন তাপস মুখার্জী, কৃষ্ণা রায়, টুম্পা রায়, সুফল হালদার ও শম্পা মোহন্ত। ফলাফল দাড়ায় তৃণমূল ১১টি আসন ও সিপিআইএম ১০টি আসন। পৌরবোর্ড গঠন করতে লাগবে ১২টি আসন। তখন নির্দল প্রার্থী হিসাবে জিতে ২০১০ সালের

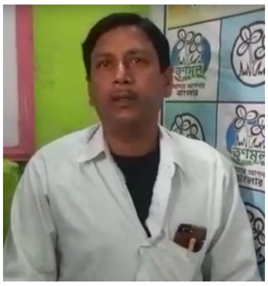

পৌর নির্বাচনের একমাত্র ভিআইপি কাউন্সিলর হয়ে ওঠেন তরুণ সরকার।

এরপর একের পর এক বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা সমর্থনের জন্য তার বাড়ি ভিড় জমাতে শুরু করে। পরিস্থিতি এতোটা ঘোরালো হয় যে তার বাড়িতে পুলিশি পাহারা বসাতে হয়। অবশেষে আচমকা তিনি তৃণমূলে যোগদান করেন এবং প্রথমবারের জন্য বনগাঁ পৌরসভায় মহিলা চেয়ারম্যান পদে বসেন তৃণমূলের জ্যোৎস্না আঢ্য। এরপর ২০১৫ পৌর নির্বাচনে ২১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তিনি তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ দাসের বাবা সাধন দাস এই ওয়ার্ডে কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়িয়ে তরুণ বাবুকে পরাজিত করে ছিলেন। পরবর্তীতে সাধন বাবুও তৃণমূলে যোগ দেন।

এরপর এবারের নির্বাচনে তরুণবাবু দলের কাছে তাকে প্রার্থী করার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু দল তাকে প্রার্থী না করায় ক্ষুব্ধ হয়ে পূর্বের ন্যায় নির্দলে দাড়িয়ে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু দলের শীর্ষ নেতৃত্বের হুঁশিয়ারিতে প্রার্থী পদ তুলে নিলেন তিনি।

নিষ্পাপতার সুযোগ নিয়ে সোনা পাচার

চিফ রিপোর্টার : মাত্র ১১ বছরের এক শিশু বাংলাদেশ থেকে ১১ পিস সোনার বাট নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় ধরা পড়ে বিএসএফের হাতে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদার মধুপুর সীমান্তে।

জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত শিশুটির নাম আসিফ মন্ডল(১১)। সে সীমান্তবর্তী গ্রাম হরিহরপুরের আসিকুল মন্ডলের ছেলে। শিশুটি গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে যাওয়া তার বাবার সাথে সীমান্তের তারাকাঁটা পেরিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের অ্যাডহক ৭ ভি কোরের একটি সীমান্ত ফাঁড়ি মধুপুরের জওয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদে ছেলেটি জানায়, সীমান্তে মাছ ধরাকালীন সময়ে বাংলাদেশের নাগরিক বেতবেড়ে গ্রামের তাহির মন্ডল সীমান্তে কৃষিকাজ করার সময়ে তাদেরকে দু'টি বান্ডিল নিয়ে যেতে বলে। কিন্তু ছেলেটি এটা না নিতে চাইলে বাংলাদেশী লোকটা তাকে চড় মারে এবং তার বাবাকেও বকাঝকা করে। তখনই সেগুলো নিয়ে সে ও তার বাবা তাদের বাড়ি হরিহরপুর গ্রামে ফিরছিল। গ্রেফতারকৃত ছেলেটি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের জওয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানায়, তারই প্রতিবেশী মৃত আনসুদ্দিন মন্ডলের ছেলে মজিদ মন্ডল এসব সোনার বিস্কুট তার কাছ থেকে নিয়ে যেত।

বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সূত্রে প্রকাশ, গ্রেফতারকৃত শিশুটি তার পিতার সাথে কর্ডনের সামনে কৃষিকাজ করতে গিয়েছিলেন, যিনি এখনও পলাতক রয়েছেন। শিশুটির বাবাও এই মামলায় জড়িত এবং তার বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে শিশুটির

নিষ্পাপতার সুযোগ নিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারির আড়ালে সোনা পাচারের মত কার্যক্রম চালাতো। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা বিশ্বস্থ সূত্রে এই সোনা পাচারের বিষয়ে জানতে পেরে সীমান্তে ওৎ পেতে ছিল। জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত শিশুটিকে বাজেয়াপ্ত সোনার বার সহ বনগাঁ শুল্ক দফতরের কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা জানান, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালান রোধে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। যার কারণে এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িতরা চরম বিপাকে পড়েছেন। কর্মকর্তা কড়া ভাষায় বলেন, আমরা কোনো অবস্থাতেই সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান হতে দেব না।

সরকার পাড়ায় লতা মঙ্গেশকার স্মরণানুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ সদ্যপ্রয়াত সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেসকরের স্মরণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গোবরডাঙ্গার সরকার পাড়ার কতিপয় সংগীত শিক্ষার্থী।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারী কোকিলকণ্ঠী লতাজীর স্মরণে আয়োজিত সংগীত সন্ধ্যায় পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সংগীত জগতের কিংবদন্তি গায়িকা লতাজীর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সকল সংগীতপ্রেমী।

উপস্থিত ছিলেন যন্ত্রসংগীত শিল্পী ও প্রশিক্ষক সূর্য্যজ্যোতি ভট্টাচার্য ও নিরঞ্জন চৌধুরী।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল চিত্তপট নাট্য উৎসব

সঞ্জিত সাহা ঃ গত একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের সন্ধ্যায় চিত্তপট নাট্যগৃহে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন ও বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী ও সুগায়িকা দীপা ব্রহ্মের কণ্ঠে ভাষা শহীদদের স্মরণে গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে সূচনা হল। নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল খাটুরা চিত্তপট এর বার্ষিক নাট্যোৎসব ২০২২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর সদস্য ও বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক আশিস চট্টোপাধ্যায়, প্রবীণ শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সন্তু সাধুখাঁ। চিত্তপটের কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা শুভাশিস রায় চৌধুরী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যগণ সকল বিশিষ্ট জনদের পুষ্প স্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের উপর আলোকপাত করে ভাষা শহীদদের স্মরণ করেন এবং সেই সঙ্গে

নাট্যচর্চা ও প্রসারে খাঁটুরা চিত্তপটের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে আয়োজিত ৩দিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের সূচনায় গাইঘাটার বাগনা আলো নাট্য সংস্থা পরিবেশন করে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে একক নাটক বসু সেন। বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক জয়ন্ত চক্রবর্তীর সাবলীল অভিনয়ে নাটকটি দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করে। দ্বিতীয় দিনে স্থানীয় খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি পরিবেশিত পুতুল নাটক 'আমার প্রকৃতি আমার ভালোবাসা' উপস্থিত ছোট বড় সকল দর্শকের মনোরঞ্জন করে। শেষ দিনে আয়োজক সংস্থা চিত্তপট এর পরিচালক শুভাশিস রায় চৌধুরীর নির্দেশনায় সংস্থার কুশীলবগণ মঞ্চস্থ করেন তাদের নতুন নাটক 'ভোর হবে বলে'। সংস্থার মুখ্য উপদেষ্টা প্রদীপ রায় চৌধুরীর পরিচালক শুভাশিস রায় চৌধুরীর নির্দেশনায় ও অভিনয়ে নাটকটি সমবেত সকল দর্শকের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়।

বনগাঁয় তৃণমূলের জয়ের কাঁটা হতে পারে

প্রথমপাতার পর...

ওয়ার্ড ছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ডেই বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া এগিয়ে ছিলেন। তৃণমূলের ওই ভরাডুবি সামলে পৌরবোর্ড গঠন করাই এখন চ্যালেঞ্জ বলে রাজনৈতিক কারবারীরা মনে করছেন।

বিধানসভা ভোটের পর শংকরবাবুকে বনগাঁ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৌর প্রশাসক করা হয়েছিল গোপাল শেঠকে। তখন থেকেই বনগাঁ শহরে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের আড়াআড়ি ভাগ হতে দেখা যায়। এবার প্রার্থী তালিকা নিয়েও ক্ষোভ আছে তৃণমূলের মধ্যে। কয়েকটি ওয়ার্ডে ইতিমধ্যে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীরা নির্দলে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। দলের পক্ষ থেকে তাদের বহিষ্কারের কথা জানানো হলেও তারা তাদের অবস্থানে অনড়। পৌরসভা ভোটে তৃণমূলের দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতা বিশ্বজিৎ দাস। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কয়েকদিন আগে। ভোটের প্রচারে বেরিয়ে তাকে কয়েকটি ওয়ার্ডে বলতে শোনা গিয়েছে, প্রার্থীরা কোন অন্যায় করলে তাদের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি।

গত লোকসভা নির্বাচনের পর তৃণমূলের ১২জন কাউন্সিলর বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তী সময় কয়েকজন তৃণমূলে ফিরে আসেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এবারও পৌরভোটে প্রার্থী হয়েছেন। এছাড়া এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়েও কাউকে কাউকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। যা নিয়েও ক্ষোভ আছে কর্মীদের মধ্যে। এসব কোন্দল কাটিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব পৌরসভার বোর্ড গঠন করতে পারে কিনা সেদিকেই তাকিয়ে বনগাঁ শহরের মানুষ।

উন্নয়নই হাতিয়ার তৃণমূলের

প্রথমপাতার পর...

পাশাপাশি যশোর রোডের দুধারে নয়ানজুলি সংস্কার করা হয়েছে। ফলে এখন শহরের জমা জল নয়ানজুলি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শহরের নিকাশীর প্রধান মাধ্যম ইছামতী নদী। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে ইছামতি নাব্যতা হারিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। সেকারণে প্রতিবছরই নদীপাড়ের মানুষ জলমগ্ন হয়। সম্প্রতি পৌরসভার পক্ষ থেকে ইছামতি নদী থেকে কচুরীপানা তোলা হয়েছে।

শহরবাসীর দাবী, পৌরভোটে জিতে যারাই ক্ষমতায় আসুক, তারা যেন নদী সংস্কার এবং নিকাশি ব্যবস্থার হাল ফেরাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বনগাঁ পৌরসভা এলাকায় উন্নয়ন নিয়ে শহরবাসী খুশি হলেও যানজট সমস্যা নিয়ে তারা ক্ষুব্ধ। পথে বেরিয়ে যানজটে আটকে হাঁসফাঁস করাটা তারা ভবিতব্য বলেই মেনে নিয়েছেন। শহরবাসীর দাবী, যানজট সমস্যা মেটানোর পাশাপাশি দিনের বেলায় শহরে ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মাইম একাডেমীর প্রচারাভিযান

নীরেশ ভৌমিক ঃ মূকাভিনয়ের মাধ্যমে এইচআইভি এইডস্ টিবি ও অতিমারী করোনা রোগ প্রতিরোধে ঠাকুরনগরের মাইম একাডেমী অফ কালচার সচেতনতামূলক প্রচার করে চলেছে জেলার বসিরহাট মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে। ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর কর্ণধার পুরস্কারপ্রাপ্ত মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালী জানান, এবারে তাঁরা মানসিক রোগ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচীতে অংশ নিচ্ছেন।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীকের নির্দেশে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে বসিরহাট মহকুমার বিভিন্ন পৌরসভা ও ব্লক এলাকায় মানসিক রোগ এর প্রতিকার বিষয়ক সচেতনামূলক অনুষ্ঠান শুরু করেছেন। এই কর্মসূচী আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি অবধি চলবে বলে পরিচালক চন্দ্রকান্তবাবু আরোও জানান।

আপনার এলাকার যে কোন পরিস্থিতির ভিডিও করে পাঠান আমাদের দপ্তরে... সরাসরি সম্প্রসারিত হবে আমাদের চ্যানেলে। বিস্তারিত খবর দেখতে নিচের লিংকে যান বা পাশের কোড স্ক্যান করুন।
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

M. 8250131562 9333055067
গৌতমের দি স্পন্দন
সরকার অনুমোদিত
প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী
হেনা ও কুশারী ফার্মেসীর পার্শ্বে
এখানে সব রকমের রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষা করা হয় এবং ই.সি.জি, এক্সরে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফী করা হয়।
রেটপাড়া, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

বিবেকানান্দ ক্রীড়া চক্রের ভলিবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন মিলন সংঘ

সঞ্জিত সাহা ঃ মছলন্দপুরের বিবেকানান্দ ক্রীড়া চক্রের পরিচালনায় এক আকর্ষনীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল গত ২০ ফেব্রুয়ারি। এদিন সকালে আয়োজিত টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন হাবড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও বিশিষ্ট জননেতা অজিত সাহা, উপস্থিত ছিলেন মছলন্দপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাপস ঘোষ, সদস্য শংকর রায়, সৌমেন বিশ্বাস, চিলেন স্থানীয় মছলন্দপুর পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ অসীম পাল, প্রধান সাংবাদিক রামমোহন দত্ত প্রমুখ।

ক্রীড়ামোদী মধুসূদন বিশ্বাসের কর্তৃক ক্লাব পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে টুর্নামেন্টের সূচনা হয়। অপরাহ্নে চুড়ান্ত পর্বের খেলায় বারঘরিয়া মিলন সংঘ রামচন্দ্রপুর সিক্স স্টারকে হারিয়ে সেরার শিরোপা অর্জন করে।

খেলার শেষে বিজয়ী ও বিজেতা দলের অধিনায়কের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান মধুসূদনবাবু। উপস্থিত ছিলেন অন্যতম সংগঠক রাজু সেন, অমিত চক্রবর্তী প্রমুখ। এলাকার অগনিত ক্রীড়া, প্রেমীর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে বিবেকানান্দ ক্রীড়াচক্র আয়োজিত এদিনের ভলিবল টুর্নামেন্ট সার্থকতা লাভ করে।

'দুয়ারে সরকার' শিবিরে ব্যাপক মানুষের সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২০ ফেব্রুয়ারি চাঁদপাড়া বানী বিদ্যবীথি স্কুলে অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়া অঞ্চলের এ বছরের প্রথম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শিবির। ব্লকের বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি ও চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাসের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত শিবিরে অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের মানুষজন সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেতে শিবিরে আসেন। ৫ টি প্রকল্প বেড়ে এবারে মোট ২৩টি প্রকল্পের সুবিধা পেতে মানুষজন সকাল থেকে লাইনে দাঁড়ান। তবে এবারে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসাথী, তপশিলী শংসাপত্র, কৃষকবন্ধু ও কৃষান ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। পঞ্চায়েত প্রধান

দীপক বাবু সহ উপস্থিত পঞ্চায়েত সদস্যগণ আবেদন পত্র পূরণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

এদিনের শিবিরে করোনা ভ্যাকসিন প্রদান ছাড়াও ছিল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। আই সি ডি এস কর্মীদের দর্শনীয় প্রদর্শনী সকলের নজর কাড়ে। বিদ্যালয়ের সোনারতরী মঞ্চে মহাকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠান সমবেত দর্শক সাধারণের মনোরঞ্জন করে। প্রধান দীপক বাবু জানান, আগামী ৪ মার্চ এই স্কুলেই পরবর্তী পর্যায়ের দুয়ারে সরকার কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে।

চিরন্তন এর নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত

সঞ্জিত সাহা ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল চিরন্তন এর ৫ম বার্ষিক নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গোবরডাঙ্গার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে। ২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত নাট্যোৎসবের সূচনা করেন গোবরডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ কাজল ব্যানার্জী, ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক ও নাট্যব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী। উদ্যোক্তা চিরন্তন এর প্রাণপুরুষ অজয় দাস সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্টজনেরা তাদের বক্তব্যে নিয়মিত নাট্যচর্চা ও সুস্থ্য সংস্কৃতির প্রসারে চিরন্তন এর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। সংস্থার রজতজয়ন্তী বর্ষে আয়োজিত ৫ম বার্ষিক নাট্যোৎসবের সূচনায় সংস্থার শিশু-কিশোর কুশীলবগণ মঞ্চস্থ করে কবিগুরুর বিচিত্র সাধ অবলম্বনে নাটক বিচিত্র সাধের সেকাল-একাল। গোবরডাঙ্গা চেতক মঞ্চস্থ করে তাঁদের মঞ্চ সফল নাটক দেবী।

কবি বিনয়ের বাসভবনে 'অমর একুশে' উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালের ভাষা শহীদদের স্মরণ করে কবি বিনয় মজুমদার স্মৃতি রক্ষা কমিটি ও সাধারন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। এদিন সকলে ঠাকুরনগরে কবির বাসভবন অঙ্গনের স্মৃতি বেদীতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান কবির অনুরাগীগণ। ভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। মধ্যাহ্নে মাতৃভাষার স্বাধীকার রক্ষার আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষনে গ্রন্থাগারের সভাপতি বর্ষিয়ান শিক্ষক গোবিন্দ ঘটক মাতৃভাষা বাংলার প্রতি যত্ন নেবার আহ্বান জানান। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মন্ডলের গাওয়া দেশাত্ববোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে ভাষা শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রবীর বিশ্বাস, সবিতা বিশ্বাসের মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান, সাহিত্যিক প্রবীর হালদারের সাহিত্য পাঠ, ড. জয়শ্রী মণ্ডলের স্বরচিত কবিতা পাঠ এবং স্থানীয় উদয়ন কলাভূমি ও প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার নৃত্যশিল্পীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান ও সন্ধ্যায় কলকাতার দ্বৈবারিক সংস্থার নাট্যনুষ্ঠান এদিনের 'ভাষা শহীদ স্মরণ' অনুষ্ঠানকে সার্থিক করে তোলে।

গোবরডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত লিটল ম্যাগাজিন মেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে ও রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় গত ১৮-২০ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হলো লিটল ম্যাগাজিন মেলা। শুক্রবার অপরাহ্নে শিক্ষিকা কল্পনা পালের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন মেলা তৎসহ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন এ রাজ্যে লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা সন্দীপ দত্ত। বিশিষ্ট কবি ও সংগীতজ্ঞ অরুণ চক্রবর্তী। কাব্য ও সাহিত্য প্রেমী মধুমঙ্গল বিশ্বাস, ভাস্করানন্দ রায়, বিজ্ঞান সংস্থা রেনেসাঁস-এর সভাপতি ড. সুনীল বিশ্বাস ও সম্পাদক মধুমিতা রায় সকলকে পুস্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন।

স্বাগত ভাষণে গবেষনা পরিষদের কর্ণধার দীপক দাঁ, এই মেলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। ম্যাগাজিন সন্দীপ দত্ত, শ্রী দত্ত এদিন লিট্‌ল ম্যাগাজিন-এর উৎপত্তি বিষয়েও আলোকপাত করেন। সুসজ্জিত মেলায় জেলা ও জেলার বাইরে প্রকাশিত বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও ছোট ও বড় গ্রন্থের পসরা সাজিয়ে বসে। প্রতিদিন অপরাহ্নে বিভিন্ন এলাকা থেকে কবি-সাহিত্যিক ও গ্রন্থপ্রেমীগণের স্বতঃস্ফুর্ত উপস্থিতিতে মেলা প্রাঙ্গনে সরগরম হয়ে ওঠে। মেলা প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ঘোষণা

আমি কাকলী দাস পাড়ুই, বয়স ৩১ বছর, পিতা- সুকুমার পাড়ুই, ঠিকানা- রাজবল্লভপুর, পোঃ- রাজবল্লভপুর, থানা- হাবড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা এবং বর্তমান ঠিকানা- কেউটিপাড়া, পোঃ- গোবরাপুর, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণার বাসিন্দা। আমি বনগ্রাম নোটারি পাবলিক অফিসার স্বপ্না মিত্র ঘোষ-এর অফিসে ০৭নং হলফনামা বলে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, আমার মুসলিম কোরান ও হাদিসের উপর ভরসা ও বিশ্বাস হওয়ায় আমি সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছায় আমি আমার হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হলাম। ইংরাজী ২১/০২/২০২২ তারিখ থেকে আমার ধর্ম মুসলিম হবে এবং আমার নাম কাকলী দাস পাড়ুই থেকে আমি রেশমি মণ্ডল হিসাবে পরিচিত হলাম।

HALL MARK
বনগাঁয় সবার মুখে এক কথা—
রকমারি ডিজাইন, গহনার গড়নে সাবেকিয়ানা,
আধুনিকতায় অনন্য প্রতিষ্ঠান
আমাদের গহনার মজুরী সবার থেকে কম
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা
এন পি.সি. অপটিক্যাল
এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।
বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

তান্ত্রিক জ্যোতিষ সম্রাট চণ্ডীরত্ন গীতাভারতী, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
এস এস আচার্য / এস এস চ্যাটার্জী
ব্যবসা, চাকুরী, বিবাহ, বিদেশযাত্রা, গ্রহদোষ, বাস্তদোষ, প্রতিকারসহ শ্রাদ্ধ-শান্তি, উপনয়ণ এবং প্রায়শ্চিত্ত করা হয়।
পুরোহিত শুভজিৎ আচার্য
চাঁদপাড়া ১নং রেলবাজার, ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি, ২৪ পরঃ (উঃ)
মোঃ ৯৩৩২২৩৬১১৫/৯৭৩৪৩৭৮৯০৩/৮৩৭১০৪৬৪৯৭

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at Kumar Press at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - 9232633899 / 9647791986 / 7076271952
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in
Editor- Utpal Mallick